

বিপন্ন অবস্থা

কৃষির উৎপাদন মূলত জলবায়ুর অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পরিমিত বৃষ্টি, তাপমাত্রা, সূর্যের আলো, বাতাসের আর্দ্রতা ইত্যাদির মৌসুম ভিত্তিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ফসলের জাত, চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদনশীলতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণে তারতম্য ঘটছে এবং এর প্রভাব পড়ছে ফসলের উৎপাদনশীলতার উপর। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত খরার কারণে প্রায় ২১.৮ লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে এবং বন্যার কারণে ক্ষতি হয়েছে ২৩.৮ লাখ টন। ধানের ফুল ফোটার সময় তাপমাত্রা 18°C -র কম থাকায় ২০০৭ সাল বোরো ধানে চিটার পরিমাণ বেশি হয়। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে উপকূল এলাকায় ৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর আবাদি জমির উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কৃষি নির্ভর এবং দেশের মোট কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ কৃষি খাতের বিপন্নতা আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এই অবস্থা আমাদের খাদ্যের নিশ্চয়তাকে চরম অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র এবং অধিক জনবহুল দেশ হিসেবে আমাদের এই অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঝুঁকি

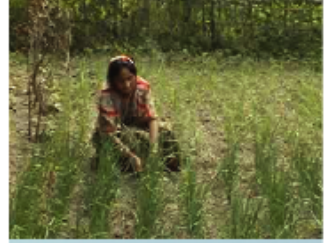
- অধিক বৃষ্টি ও বন্যার কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।
- খরিপ মৌসুমে খরা বৃদ্ধি পেলে আউস ফসল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্ষা মৌসুমে খরা দেখা দিলে আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে (কারণ আমন ধান বৃষ্টি নির্ভর)।
- রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে বোরো ধানের উৎপাদন কমে যাবে।
- অতিবৃষ্টি ও উষ্ণতা বৃদ্ধি ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে রোগ বালাই আক্রান্ত হয়ে ফসলের উৎপাদন কমবে।
- খরার কারণে মাটির উর্বরতা নষ্ট হবে এবং অনেক জমি সেচ সুবিধা বঞ্চিত হয়ে উৎপাদনশীলতা হারাবে।
- অতি বৃষ্টি ও বন্যা জলাবদ্ধতা, ভূমিক্ষয় বা ভাঙ্গন বৃদ্ধি করে একদিকে জমির উর্বরতা অপর দিকে চাষের জমির পরিমাণ কমিয়ে দেবে।
- শীতকালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বোরো ধান সহ অন্যান্য ফসলের পরিপক্বতা বিঘ্নিত হবে এবং ধান চিটা হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।



জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- আগাম বন্যার ক্ষতি থেকে ফসল বাঁচাতে হাওর এলাকায় স্বল্প মেয়াদের বোরো ধানের জাত চাষ করা। যেমন ব্রি ধান ২৮ ও ব্রি ধান ৪৫ জাতের বোরো ধান এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্বতা লাভ করে। ফলে আগাম বন্যার কমপক্ষে ২ সপ্তাহ আগেই কৃষক ধান কেটে ফেলতে পারে। ব্রি ধান ২৯ একটি দীর্ঘ মেয়াদী (১৬৫-১৭০ দিন) উচ্চ ফলনশীল (৬.৫-৭.৫ টন/হেক্টর) বোরো ধানের জাত। এক্ষেত্রে ২০-২৫ দিন বয়সের চারা রোপন করে এর মেয়াদকাল ১৫ দিন কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে করে আগাম বন্যার ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।
- আগাম বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা করতে যে সকল জমিতে সম্ভব বোরো ধানের পরিবর্তে বিকল্প রবি ফসল চাষ করা, যাতে বন্যার পূর্বেই ফসল কাটা যায়।
- তাপমাত্রার সাথে সমন্বয় করে বোরো ধান লাগানোর সময় ঠিক করা যেতে পারে। জাতভেদে সঠিক সময়ে চারা রোপন করলে ফসল রক্ষা করা সম্ভব। এলাকা বিশেষে বোরো ধানের পরিবর্তে ভুট্টা বা আলু চাষ করে পরবর্তিতে ঐ জমিতে পাট চাষ করলে বন্যার ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও অধিক লাভ করা সম্ভব।
- উপকূলীয় এলাকার জন্য লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসলের জাত চাষ করা অথবা অধিক লবণাক্ততা পরিহার করে চাষের সময়সূচি পরিবর্তিত করা। উল্লেখ্য, শুষ্ক মৌসুমে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বেড়ে যায়। তাই বর্ষা মৌসুমে আমন ধান কাটার সাথে সাথে স্বল্প মেয়াদের কোন রবি ফসল চাষ করা যেতে পারে যা লবণাক্ততা বৃদ্ধির পূর্বেই আহরণ করা সম্ভব।
- প্রচলিত চাষ পদ্ধতি পরিবর্তন করে মালচিং বা জাবরা প্রয়োগ করে এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে লবণাক্ত এলাকায় রবি মৌসুমে ফসল চাষ করা সম্ভব হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে উপকূলীয় এলাকায় নদী ও খালের পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সেচ ব্যাহত হয় বিধায় অনেক জমি পতিত থাকে। পুকুর, রাস্তা ও বেরিবাঁধের পাশের খাদগুলো গভীর করে বৃষ্টির পানি ধরে ঐ পানি সেচ কাজে ব্যবহার করে রবি ফসল চাষ করা যেতে পারে।
- মাটির গুণাগুণ পরিষ্কা করে সেই মোতাবেক ফসলের জাত ও চাষ পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে। এলাকাভিত্তিক পানির প্রাপ্যতা ও বন্যা বা খরার প্রবণতা বিবেচনায় এনে ফসলের জাত ও চাষ পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে। এ বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
- জলবায়ু সংক্রান্ত আগাম পূর্বাভাস দেয়া যেতে পারে। যেমন, হাওর এলাকার জন্য ভারতের মেঘালয় পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের সময়, দিন ও পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা থাকলে ভাটি এলাকার কৃষকরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।



Bangladesh

